যৌন হয়রানির ক্ষেত্রে শূণ্য সহ্যসীমার নীতিমালা

জুলাই, ২০১৯ খ্রী

ইনডিজিনাস পিপলস্ ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস(আইপিডিএস)
৬২, প্রবাল হাউজিং, রিং রোড, মোহাম্মদপুর,
ঢাকা - ১২০৭।

ভূমিকা : আইপিডিএস যৌন হয়রানি মুক্ত একটি কর্ম পরিবেশ প্রতিষ্ঠা/প্রবর্তন করার জন্য পদমর্যাদা নির্বিশেষে যে কোন পর্যায়ের কর্মীবৃন্দ, স্থায়ী বা অস্থায়ী সহযোগি প্রকল্পের অংশগ্রহনকারী বা অন্য যে কোনভাবে আইপিডিএস এর সাথে যুক্ত ব্যক্তির দ্বারা সংগঠিত বা তাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত সকল ধরনের যৌন হয়রানি নিষিদ্ধ করেছে।

নীতিমালায় আওতাভুক্ত ব্যক্তি ঃ

আইপিডিএস এর সকল কর্মী সংস্থার সাথে চুক্তিবদ্ধ স্বেচ্ছাসেবক, শিক্ষানবীশ,পরামশর্ক, প্রশিক্ষক/রিসোর্স পারসন, ঠিকাদার, এবং শিশু ও ঝুর্কিপূর্ন প্রাপ্তবয়স্কদের সংস্পর্শে আসে এমন সকল ব্যক্তি এ আচরণ বিধির আওতাভুক্ত হবেন।

নারীদের কাজের জায়গায় যৌন হয়রানি কেন ?

সাধারণত: নারী পুরুষের অধীনস্থ বলে মনে করা হয়। অতএব, কিছু লোক অফিসে উচ্চ পদে নারীদের গ্রহণ করতে পারে না। যদিও নারীরা কৃষি ও মৎসচাষে শতাব্দী ধরে তাদের পরিবারের বাইরে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত হয়েছেন, তবে নারীদের মধ্যে কর্তৃত্বের দিক থেকে অবৈধ্য ধারণা বাড়িতে রয়েছে । এটি প্রায়শই চিন্তা করা হয় যে বিভিন্ন অফিস এবং কারখানাগুলিতে কাজ করে এমন নারীরা "ভাল নারী নয়"। নারী সৌন্দর্য্য এবং উপভোগ বস্তুর প্রতীক হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এই মনোভাবের কারণে, নারীকে কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির মুখোমুখি হতে হয়।

যৌন হয়রানির সংজ্ঞা :

মহামান্য হাইকোর্ট যৌন হয়রানি প্রতিরোধের লক্ষ্যে প্রদত্ত ডিরেকশনে ২০০৯ সালের রিট পিটিশন নং ৫৯১৬/২০০৮ তারিখ ১৪/০৫/২০০৯ এবং বিভিন্ন নীতিমালার আলোকে যৌন হয়রানি বলতে নিম্নে বুঝাবে ;

যৌন হয়রানি হলো অনুপযোগী যুক্ত, অবাঞ্চিত এবং অনাকাঙ্খিত যৌন প্রকৃতির আচরণ যা গ্রহীতার কাছে হয়রানি হিসাবে উপলুব্ধ হয়, যা কর্মস্থলে ও বাইরে নারী ও পুরুষের মর্যাদার ক্ষেত্রে বিরুপ প্রভাব ফেলে।

নিম্নলিখিত আচরণসমূহ যৌন হয়রানি হিসেবে বিবেচিত হবে ঃ

১. কোন কমীর বেতন/চাকুরির শর্তাবলী/পদোন্নতি/ক্যারিয়ারের ক্ষতিসাধন/নিয়ন্ত্রণ, প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যৌন আচরণমূলক ব্যবহার/ভীতি প্রদর্শন/ঘনিষ্ঠতা/উদারতা প্রদর্শন করা।

২. যৌন হয়রানি বা নিপীড়নমূলক উক্তি বা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বারবার যৌনধর্মী মন্তব্য করা, কৌতুক বলা, অঙ্গভঙ্গি করা।

৩. অনাকাঙ্খিত যৌন আচরণ বা যে কোন অপ্রত্যাশিত/অবাঞ্চিত স্পর্শ বা যে কোন ধরনের শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করা।

৪. অপ্রত্যাশিত/অবাঞ্চিত যৌনধর্মী ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের প্রয়াস বা প্রস্তাব করা।

৫. যৌন সম্পর্ক স্থাপন করার প্রয়াস প্রত্যাখান করার কারণে মানসিক চাপ সৃষ্টি করা অথবা অন্য কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া।

৬. যৌন আবেদনমূলক মন্তব্য বা ভঙ্গী বা ব্যক্তির শরীর বা পোষাক নিয়ে যৌন আক্রমনাত্বক মন্তব্য করা।

৭. অশালীন ভঙ্গি, অশালীন ভাষা বা মন্তব্যের মাধ্যমে উতক্ত করা বা অশালীন উদ্দেশ্য পূরনে কোন ব্যক্তির অলক্ষ্যে তার নিকটবর্তী হওয়া বা অনুসরণ করা, যৌন ইঙ্গিতমূলক ভাষা ব্যবহার করে ঠাট্টা বা উপহাস করা।

৮. অপমানজনক, ভীতিকর বা যৌন ইঙ্গিতপূর্ন বই/ছবি বা অন্য কোন বস্তু কর্মস্থলে প্রদর্শন বা সংরক্ষণ করা।

৯. পর্ণোধর্মী ভিডিও সহ যৌন ইঙ্গিতপূর্ন লেখা, রেকর্ডিং বা ইলেক্ট্রনিক বার্তা পাঠানো।

১০. মৌখিক বা অন্য কোন ধরনের আচরণ প্রদর্শন বা তাতে অংশ নেওয়া, যা যৌন হয়রানি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

১১. চিঠি, টেলিফোন, মোবাইল, এসএমএস, ছবি, নোটিশ, কার্টুন, চেয়ার-টেবিল, নোটিশ বোর্ড, অফিস বা বাথরুমের দেয়ালে যৌন ইঙ্গিতমূলক অপমানজনক কোন কিছু লেখা।

১২. যৌন হয়রানির কারনের কারনে সাংস্কৃতিক, প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করা।

১৩. ভয় দেখিয়ে বা মিথ্যা আশ^াস দিয়ে বা প্রতারণার মাধ্যমে যৌন সম্পর্ক স্থাপন বা স্থাপনের চেষ্টা করা।

১৪. প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখাত হয়ে হুমকি দেয়া বা চাপ প্রয়োগ করা।

যৌন হয়রানি প্রতিরোধ করার কৌশলসমূহ ঃ

১. আইপিডিএস এর সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টিম যৌন হয়রানি প্রতিরোধের জন্যে একটি কেন্দ্রিয় কমিটি গঠন করবে।

২. কমিটি পাচঁ সদস্য বিশিষ্ট হবে। বেশীরভাগ সদস্য হবে নারী এবং কমিটির নেতৃত্ব দিবেন একজন নারী। কমিটি হবে ম্যানেজমেন্ট, নারী স্টাফ এবং কর্ম এলাকায় উপকারভোগী।

৩. কমিটি যৌন হয়রানি প্রতিরোধের লক্ষ্যে আইপিডিএস সংস্থার কর্মী ও কর্মকর্তাদের এবং মাঠ পর্যায়ের উপকারভোগীর মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে ।

৪. প্রতিটি অফিসে একটি বন্ধ অভিযোগ বাক্স খোলা হবে যেখানে খোলার দায়িত্ব থাকবে একমাত্র জেন্ডার ফোকাল পারসন।

অভিযোগ জানানো, রিপোর্ট করা,অভিযোগ তদন্ত করার প্রক্রিয়া এবং শাস্তির বিধান ঃ

 আইপিডিএস এর প্রধান কার্যালয়, অফিস, প্রকল্প অফিস অথবা যে কোন মাঠ পর্যায়ের অফিসে যে কোন সময়ে, যে কোন স্থানে বা যে কোন পদের কেউ যদি কোন অগ্রহনীয় আচরণ বা যৌন হয়রানির সম্মুখিন হয় বা অন্য কোন সহকর্মীর কাছে শোনে বা আইপিডিএস এর সাথে সম্পর্কযুক্ত কোন ব্যক্তির কার্য্যক্রম নিগৃহমূলক হয় তবে যত দ্রæত সম্ভব তা সরাসরি সংশ্লিষ্ট জেন্ডার ফোকাল পয়েন্ট বা আইপিডিএস এর জেন্ডার বাস্তবায়ক কমিটির কাছে জানাবে।

 আইপিডিএস মনে করে যে কোন ঘটনা উম্মোচনকারী (যেমন- যখন কারো বিরুদ্ধে সুর্নিদিষ্ট যৌন হয়রানি /নির্যাতনের অভিযোগ করা হয়) এবং সন্দেহজনক ঘটনা (যেমন-যখন অভিযোগকারী নির্যাতনের ঘটনা প্রকাশ করে যা ঘটতেও পারে আবার ঘটার সম্ভাবনাও থাকতে পারে) যা দ্রæততার সাথে তদন্ত করতে হবে, এক্ষেত্রে অবশ্যই নির্যাতিত ব্যক্তির কল্যাণ প্রধান বিবেচ্য বিষয় হিসেবে গন্য হতে হবে।

 আইপিডিএস এর নীতিমালা অনুযায়ী জেন্ডার কমিটি যে কোন যৌন হয়রানির লিখিত বা মৌখিক অভিযোগ তদন্ত করবে যাতে হয়রানিকারীর বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এবং নির্ধারিত প্রক্রিয়া উল্লেখ থাকবে।

 উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপনের বিষয় প্রমাণিত হলে, হয়রানিকারীর বিরুদ্ধে যে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সুপারিশ করা হবে যেন তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়া হয়।

 যে কোন সূত্রে এই নীতিমালা লঙঘনের কোন ঘটনা জানতে পারলে পূর্ন সহমর্মিতার সাথে ঘটনাটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হবে।

 যতটা সম্ভব বিস্তারিতভাবে ঘটনাটি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে তা লিপিবদ্ধ করতে হবে।

 ঘটনাটি জানার ২৪ ঘন্টার মধ্যে তবে ১০ দিনের উর্ধ্বে নয় সেফগার্ড অফিসার/জেন্ডার আহবায়ককে জানাতে হবে।

 কোন তথ্য প্রদান করা হলে তা গ্রহনের সময় আশ^স্ত করতে হবে যে, তা ব্যবস্থাপনার সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাথে সহভাগিতা করা হবে। প্রয়োজনে পিতা মাতা বা অভিভাবককেও বিষয়টি জানাতে হবে। এছাড়াও সাবধানতা ও গোপনীয়তার সাথে বিষয়টি নিয়ে কাজ করতে হবে।

 সেফগার্ড অফিসার/জেন্ডার আহবায়ক সম্ভাব্য দ্রæততার সাথে নিরপেক্ষভাবে ও গোপনীয়তার সাথে তদন্ত করবেন এবং পুরো প্রক্রিয়াটির রেকর্ড রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ রাখবেন। উক্ত ঘটনার মিনিটস্, স্বাক্ষীর জবানবন্দি, মূল্যায়ন কপি রেজিষ্টার বই এ লিপিবদ্ধ করতে হবে। সেফগার্ড অফিসার/জেন্ডার ফোকাল পারসন ৪৮ ঘন্টা/দুইদিন কর্মদিবসের মধ্যে কর্তৃপক্ষের কাছে জানাতে হবে।

- আইপিডিএস দ্রæততার সেফগার্ডের/জেন্ডার ফোকাল পারসন এর রিপোর্ট অনুযায়ী কমিটিতে আলোচনা করে সংস্থার নিয়মনীতির অনুযায়ী কি শাস্তি প্রদান করা যেতে পারে তা সিদ্ধান্তগ্রহন করবে।

- যে কোন ধরনের যৌন হয়রানিমূলক অভিযোগ দ্রুত, নিরপেক্ষ , কার্যকর বিচার ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনে আইনের কাছে হস্তান্তর করতে হবে।

- পরবর্তীতে সংস্থার পর্যায়ে কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা অভিযোগকারীকে জানানো হবে।

- অভিযোগকারী যদি উক্ত উদ্যোগ / শাস্তিতে সন্তুষজনক মনে না করে তাহলে ১৫ দিনের মধ্যে সে পরিচালকের বরাবরে লিখিত পূর্ন আবেদন করতে পারে।

- আইপিডিএস নিয়োজিত যে কোন স্টাফ অভিযোক্ত হলে তা সম্মানজনকভাবে অভিযোগ গ্রহন করা হবে। তবে আইপিডিএস এর কোন স্টাফকে নির্যাতন বা হয়রানির উদ্দেশ্যে করা হয় যা তদন্তের প্রতিবেদনে প্রমাণিত হয় তবে সেই ক্ষেত্রে সংস্থার অধিকার রয়েছে দেশীয় আইন অনুযায়ী অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন করা ।

- কমিটি এই প্রক্রিয়ার মধ্যে ঘটনার অভিযোগকারী এবং যার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রদান করা হয়েছে তাদের পরিচয় গোপন রাখবে অভিযোগটি প্রমানিত না হওয়া পর্যন্ত।

- পলিসি লঙঘনের কোন ঘটনা প্রমানিত হলে যথাযথ শাস্তি নিশ্চীত করা হবে এবং আইপিডিএস এর কোন কর্মী/কর্মকর্তা এই ঘটনার আওতাভুক্ত হলে তার চাকরী হতে বরখাস্ত করতে হবে।

- যৌন হয়রানির শিকার ব্যক্তি পুনরায় যাতে কোন রকম সমালোচনা বা বিব্রতকর পরিস্থিতিতে না পড়ে সেজন্য সম্পূর্ন সহযোগিতা ও সবোর্চ্চ গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।

- অভিযোগ সরাসরি কমিটির কাছে অথবা সহকর্মী, আত্মীয়, বন্ধু, আইনজীবি বা ইমেইল বা চিঠির মাধ্যমে কমিটিকে জানাতে পারেন। এছাড়াও অফিসে রাখা অভিযোগ বক্সে অভিযোগটি রেখে দিতে পারেন।

- অভিযোগকারী ব্যক্তি চাইলে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটির যে কোন একজন নারী সদস্যের কাছে অথবা অন্যকোন সদস্যের কাছে অভিযোগ জানাতে পারে।

- কমিটি বিষয়টি তদন্ত করার জন্য উভয় পক্ষকে এবং সাক্ষীদের ইমেইল বা ডাকযোগে নোটিশ পাঠাবে।

- কমিটি উভয় পক্ষ ও সাক্ষীদের কথা শুনবে, প্রশ্ন করবে এবং রেকর্ড করবে।

যৌন হয়রানির ক্ষেত্রে শূণ্য সহ্যসীমার নীতিমালা জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা জোরদারকরণঃ

- আইপিডিএস সকল কর্মীকে যৌন হয়রানির ক্ষেত্রে শূণ্য সহ্যসীমার নীতিমালা অবহিত করা হবে এবং এই নীতিমালার অনুলিপি সকলকে প্রদান করা হবে।

- নিয়োগ প্রক্রিয়ায় এই নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং নিয়োগের পূর্বে কর্মীর পূর্ব লিখিত ঘোষনাপত্রে করা হবে যেখানে যৌন হয়রানির ক্ষেত্রে শূণ্য সহ্যসীমার নীতিমালা বিষয়ে উল্লেখ করা থাকবে।

- সকল কর্মীদের পরিচিতিকরণ/অবহিতকরণ সভায় এই নীতিমালার ব্যাখা অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং এ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে যাতে এই নীতিমালাটি কার্যকারীভাবে বাস্তবায়িত হয়।

- যৌন হয়রানির ক্ষেত্রে শূণ্য সহ্যসীমার নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্যে আইপিডিএস কেন্দ্রিয় কার্যালয়ে একটি কমিটি গঠন করা হবে এবং স্থানীয় পর্যায়ে জেন্ডার ফোকাল পারসন আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং তার সাথে আরো দুইজন সদস্য হিসেবে থাকবে। তবে এই কমিটিতে অবশ্যই নারী হতে হবে।

- যৌন হয়রানির ক্ষেত্রে শূণ্য সহ্যসীমার নীতিমালা সাথে বাস্তবায়িত কার্যক্রম জেন্ডার সেল/আইপিডিএস জেন্ডার পলিসি বাস্তবায়ন কমিটি/পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটি দ্বারা পরিবীক্ষণ করানো যাতে এই নীতিমালার যথাযথ অনুসরন ও বাস্তবায়ন হয়।